**ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার**

**ডক্টর মোহাম্মদ ইদ্রিস**

১মে মহান মে দিবস। ইসলামে শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদা অপরিসীম। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-কুরআন ও আল-হাদিসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ইসলাম শ্রমিক এবং শ্রমকে যথার্থ মূল্যায়ন করেছে এবং শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন- ‘অতপর নামাজ সমাপ্ত হলে জীবিকার্জনের জন্য তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’ (সূরা আল জুমআহ: ১০) আল্লাহ তা‘য়ালা আরো এরশাদ করেন- ‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে সৃষ্টি করেছি।’(সূরা বালাদ: ৪) আল-কুরআনে আরও এরশাদ হয়েছে- ‘সর্বোত্তম শ্রমিক সে, যে দৈহিক দিক দিয়ে শক্ত-সমর্থ্য ও আমানতদার।’ (সূরা কাসাস: ২৬)

পৃথিবীর সর্ব প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হজরত আদমই (আ.) থেকে শুরু করে বহু নবী-রাসূল এমনকি সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহও (সা.) শ্রমজীবী ছিলেন। নবী-রাসূল এবং সাহাবায়ে কেরামগণ নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেছেন। প্রথম নবী হজরত আদম (আ.) ছিলেন দুনিয়ার প্রথম চাষি, হজরত শুয়াইব (আ.) ও হজরত হারুন (আ.) এর পেশা ছিল পশু পালন ও দুধ বিক্রি। হজরত মুসা (আ.) ছিলেন একজন রাখাল। ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) এবং মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সৎ ব্যবসায়ী। এছাড়াও হজরত লুত ও হজরত শিস (আ.) ছিলেন কৃষক, হজরত ইদরিস (আ.) ছিলেন দর্জি, হজরত নুহ (আ.) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি, হজরত ইবরাহিম (আ.), হজরত ইয়াকুব (আ.), হজরত হুদ (আ.) সালেহ (আ.) ছিলেন ব্যবসায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আল্লাহ দুনিয়াতে এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল ও ভেড়া চরাননি। তখন সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে রাসূল (সা.) আপনিও? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, হ্যাঁ! আমিও মজুরীর বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল ও ভেড়া চরাতাম। (সহীহুল বুখারী)

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার

মালিক শ্রমিক ভ্রাতৃত্ব: শ্রম আল্লাহ্ প্রদত্ত মানব জাতির জন্যে এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি’ (সূরা বালাদ: ৩) ইসলামের দৃষ্টিতে মালিক আর শ্রমিকের সম্পর্ক মনিব আর দাসের মত নয়, বরং তাদের সম্পর্ক ভাই ভাইয়ের। মহান আল্লাহ বলেন: ‘নিশ্চয়ই মু‘মিনরা ভাই-ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে (কোন বিরোধ হলে) সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহম করা হবে’। (সূরা হুজুরাত: ১০)

সদাচারণ: শ্রমিকদের প্রতি সদাচারণের ব্যাপারে মহান আল্লাহর সাধারণ ঘোষণায় আল-কুরআনে বলা হয়েছে: ‘আর মু‘মিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে তুমি তাদের প্রতি ¯েœহ মমতার ডানা অবনতিম করো’। (সূরা শু’য়ারা: ২১৫) সকলেই এক আদমের সন্তান এ কারণে একজন শ্রমিককে হীন মনে করা যাবে না, তাকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ইসলামী বিধানে শ্রমিক-মালিক কোন ভেদাভেদ থাকবেনা। সবাই অনুগত ও আল্লাহর বান্দাহ হিসাবে জীবন যাপন করবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খেটে খাওয়া মানুষের মর্যাদা বর্ণনা করে ঘোষণা করেন, আল-কাসিবু হাবীবুল্লাহ্ অর্থাৎ ‘শ্রমিক হলো আল্লাহর বন্ধু’ (কানযুল উম্মাল) ‘হজরত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন- ‘অধীনস্থদের সাথে দুর্ব্যবহারকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (ইবনে মাজাহ)

পেশা নির্ধারণ: ইসলামে কোনো শ্রেণী বৈষম্য নেই, ইসলাম সব ধরনের পেশাকেই সম্মানিত মনে করে। কারণ যত নি¤œ শ্রেনীর কাজই হোক না কেন তা কিছু লোক না করলে তা কে করবে? রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে শ্রম ও শ্রমিকদের প্রশংসা করেছেন। ‘হযরত মিকদাম ইব্ন মাজদী আয্-যুবায়দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা.) বলেন, মানুষের নিকট তার চেয়ে কোনো উত্তম উপার্জন নেই, যা সে নিজের হাতে উপার্জন করে খায়। সে যা কিছু নিজের জন্য, পরিবার-পরিজনের জন্য ও ঘরের ভৃত্যদের জন্য খরচ করে তা সবই সাদাকা।’ (সহীহুল বুখারী)

হযরত সা’দ (রা.) কামারের কাজ করতেন, হাতুড় দিয়ে কাজ করতে করতে তার হাত দু’টি বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একদিন নবী করীম (সা.)-এর সাথে করমর্দন করার সময় সাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হাতুড় দিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ অবস্থা হয়েছে। নবী কারীম (সা.) তার হাত চুম্বন করে বললেন, ‘এ হাতকে কখনো (জাহান্নামের) আগুন স্পর্শ করবে না।’ (সহীহুল বুখারী) ইসলাম শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ঘোষণা করেছে। আল্লাহ তা‘য়ালা শ্রমকে নি‘য়ামতের সাথে তুলনা করে বলেন, ‘যাতে তারা তার ফল আহার করে এবং তাদের হাত যা কাজ করে তা হতে; তারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?।’ (সূরা ইয়াসিন: ৩৫)

ন্যায্য মজুরি: হজরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) কোন শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক নির্ধারণ না করে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী) অর্থাৎ যতক্ষণ না তার সাথে তার মজুরি ঠিক করে নেয়া হবে ততক্ষণ শ্রমিককে কাজে খাটানো যাবে না। ‘হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে যে ব্যক্তি কাউকে শ্রমিক নিযুক্ত করতে চায় সে যেন তাকে তার পারিশ্রমিক জানিয়ে দেয়।’ নবী কারীম (সা.) আরো বলছেন, ‘মালিক যা খাবে পরবে, তার অধীনস্থরাও তাই খাবে এবং পরবে’। (বায়হাকী)

সময়মত মজুরি প্রদান: শ্রমিককে কাজ শেষ করার সাথে সাথে পারিশ্রমিক দিয়ে দিতে হবে। এমনকি তার গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করার কথা বরা হয়েছে। ‘হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন- শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দাও।’ (ইবন মাজাহ) হাদীসে কুদসীতে ‘হজরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘মহান আল্লাহ বলেন- তিন শ্রেনীর মানুষ আমি তাদের বিপক্ষে থাকব কিয়ামতের দিন, তন্মধ্যে একজন হচ্ছেন, যাকে আমার জন্য প্রদান করার পর সে তার সাথে গাদ্দারী করেছে, আর একজন হচ্ছেন, যে কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার অর্থ খেয়েছে। আর একজন হচ্ছে সে ব্যক্তি যে কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করার পর তার থেকে তার কাজ বুঝে নিয়েছে অথচ সে তাকে তার প্রাপ্য দেয়নি।’ (সহীহ বুখারী)

নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমতা প্রদান: শ্রমিকদের মধ্যে যারা নারী তাদের গুরুত্ব কোন মতেই কম নয়। তারা একই পেশায় নিয়োজিত হলে একই রকম সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবে। নারী হওয়ার অযুহাতে তাদেরকে কম সুবিধা দেবার কোন সুযোগ নেই। বরং তাকে তার মাতৃত্বজনিত ছুটিসহ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হবে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে দিতে হয়না। মহান আল্লাহ নারী পুরুষের কাজের প্রতিদানের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করেন না। মহান আল্লাহ তা‘য়ালা আরো বলেন, ‘পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ’। (সূরা নিসা: ৩২)

সাধ্যাতীত কর্ম বর্জনের অধিকার: আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন: ‘কারো সামর্থ্যরে অতিরিক্ত কাজ চাপানো যাবে না।’ (সূরা বাকারা: ২৩৩) কাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ না জানিয়ে কাউকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না। ‘হজরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শক্তি সামর্থের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।’ (বুখারী, মুসলিম)

চুক্তি মোতাবেক সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার: আল্লাহ আমাদেরকে প্রত্যেক শ্রমের মর্যাদা দিতে বলেছেন: ‘হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের চুক্তিসমূহ পূর্ণ কর।’ (সূরা আল-মায়িদাহ: ১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- ‘ধনী ব্যক্তির (পক্ষ থেকে কারও পাওনা প্রদানে) টাল-বাহানা করা জুলুম; আর যখন তোমাদেরকে কোনো আদায় করতে সক্ষম।’ (বুখারী ও মুসলিম)

শ্রমিকের আত্মসম্মান রক্ষার অধিকার: ইসলামের মহান ব্যক্তিদের জীবনে এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে সমানাধিকারের মূলনীতিকে সমর্থন করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিক ও কাজের লোকের সঙ্গে আহার গ্রহণ করতেন। তার কাজের বোঝা লাঘবে সরাসরি সহযোগিতা করতেন। তেমনি শ্রমিককে প্রহার বা তার ওপর সীমালঙ্ঘনেরও অনুমতি নেই। যদি তাকে প্রহার করে তবে তাকে এ জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে আলোচনার করে মীমাংসা করে নিতে হবে। আল্লাহ তা‘য়ালা ঘোষণা করেন, ‘তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক মীমাংসা করে নাও।’ (সূরা নিসা : ৫৯)

অভিযোগ ও বিচার প্রার্থনার অধিকার: আল্লাহ তা‘য়ালা কোনো মানুষের প্রতি জুলুম করেন না; বরং তিনি কোনো প্রকার জুলুম প্রত্যাশাও করেন না। আল্লাহ তা‘য়ালা ইরশাদ করেন- ‘আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন যুলম করতে চান না।’ (সূরা আল-মু’মিন: ৩১) ‘হজরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা‘য়ালা ইরশাদ করেন- হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং একে তোমাদের মাঝেও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পর জুলুম করো না।’ (মুসলিম)

অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরীর অধিকার: কোন শ্রমিকের দ্বারা অতিরিক্ত কাজ করানো হলে তাকে অতিরিক্ত মজুরি দেয়া ইসলামী শ্রমনীতির বিধান। যেন সে খুশী হয়ে কাজ সম্পন্ন করে। মহান আল্লাহ বলেন- ‘যে লোক এক বিন্দু পরিমাণ উত্তম কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে’ (সূরা যিলযাল-৭)। নবী কারীম (সা.) বলেছেন- ‘তাদের উপর সাধ্যের অধিক কাজ চাপাবে না। যদি অতিরিক্ত কাজ চাপানো হয়, তাহলে সাহায্য কর।’ (বুখারী)

লভ্যাংশে শ্রমিকের অধিকার: ইসলাম লভ্যাংশে শ্রমিকের অংশ নিশ্চিত করে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চায়। মালিকের পুঁজি হল অর্থ, আর শ্রমিকের পুঁজি হলো শ্রম। দুটোর মিলিত শক্তি ‘লাভের’ জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তাই লাভের অংশটা শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বন্টন হবে। এটাই ইসলামের চূড়ান্ত মত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘সম্পদ এমনভাবে বন্টন কর, যেন তা শুধু ধনী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।’ (সূরা হাশর-৭) ‘বিত্তবানদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।’ (সূরা যারিয়াত-৭) নবী কারীম (সা.) বলেন, ‘মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না। শ্রমিককে তার উপার্জন থেকে দাও। কারণ শ্রমিককে বঞ্চিত করা যায় না’। (মুসনাদে আহমদ)

প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের পরামর্শ দানের অধিকার: ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানায় শ্রমিকদের প্রতিনিধি থাকার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানার ভাল-মন্দের সাথে যেমনি মালিকের ভাগ্য জড়িত, তেমনি শ্রমিকেরও ভাগ্য জড়িত। কারণ শ্রমিকের পুঁজি, শ্রম, সেখানে বিনিয়োগ করা এবং শ্রমিকরা বাস্তব ময়দানে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সম্পর্কে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটাই স্বাভাবিক। ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারলে শ্রমিকদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির পথে ভূমিকা রাখতে পারে। শ্রমিক মালিক ভাই-ভাই এবং সুখ দু:খের সমান অংশীদার। মহান আল্লাহ বলেন- ‘তুমি লোকদের সাথে প্রত্যেক বিষয়ে পরামর্শ কর।’ (সূরা আলে ইমরান-১৫৯) ‘হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের শাসকরা চরিত্রবান হবে, সম্পদশালী লোকেরা দানশীল হবে এবং পারস্পারিক বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে তখন পৃথিবীর নীচের অংশের চাইতে উপরের অংশ তোমাদের জন্য উত্তম হবে।’ (তিরমিযী)

চাকরির নিরাপত্তার অধিকার: বিনা কারণে মালিক যদি কোনো শ্রমিককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে তাহলে সে মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদের কোনো অপরাধ হলে তার বিচার করতে হবে। তা কোনো ব্যক্তি বা মালিকের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন: ‘ঈমানদার লোকদের মধ্যে যারা তোমাদের অধীনস্থ তাদের সাথে নম্র ব্যবহার কর।’ (সূরা শু’আরা-২১৫)

ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার অধিকার: সংগঠন হচ্ছে এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম। যোগ্য ও উপযুক্ত সংগঠন ছাড়া উৎপাদন এবং শ্রমিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। ‘হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার) দাবী আদায় সহ সর্ববস্থায় সুসংগঠিত থাকা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে: ‘হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল (সা:) বলেছেন, যখন সফরে তিনজন বের হয় তারা যেন একজনকে তাদের নেতা বানিয়ে নেয়।’ (আবু দাউদ)

অবসরকালীন ভাতার অধিকার: শ্রমিকের প্রতি মালিকের দায়িত্ব শুধু চাকরি চলাকালীনই নয়, বরং চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও শ্রমিকের দায়িত্ব মালিককে সাধ্য অনুসারে অবশ্যই নিতে হবে। মালিক অসহায় বৃদ্ধ, অসুস্থ, বিকলাঙ্গ হওয়া শ্রমিকের প্রতি দায়িত্ব পালনে যদি অবহেলা করে, তা হলে রাষ্ট্রীয় আইনে মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। ইসলামী সমাজে সকল শ্রমিক ও নাগরিক অবসরকালীন ভাতা পাবেন এবং সকল অসহায় মানুষ বয়স্ক ভাতা পাবেন।

সমাপনী: ইসলামের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে শ্রমনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসলাম যথাযথভাবে শ্রমিকের অধিকার ও সম্মান রক্ষা করেছে, তার সম্মানিত জীবন নিশ্চিত করেছে, সর্বোপরি সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি ও রাষ্ট্রীয় সমৃদ্ধি অর্জন কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন শ্রমিকের প্রতি ইসলামের এই অনুপম উদার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবে রূপায়িত হবে। তাই মেহনতী, দুঃখী বঞ্চিত শ্রমিক সমাজের মুক্তির জন্য ইসলামের শ্রমনীতি তথা রাসূল (সা.) এর আদর্শের অনুস্মরণ একান্ত অনিবার্য।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, সাঁথিয়া মহিলা ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা।